ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ

National Income & Its Measurements

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বলে। জিডিপি হিসাবের সময় দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশী বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদিত সবরকম দ্রব্য ও সেবা যুক্ত করা হয়। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন ব্যায় জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত হয় না।

নীট জাতীয় উৎপাদন বা NNP

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় (CCA- Capital Consumption Allowance) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নীট জাতীয় উৎপাদন বা NNP বলা হয়।

GNP = GDP - CCA

মোট জাতীয় আয় ও নীট জাতীয় আয় এর মধ্যে পার্থক্য

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হয় তার বাজার মূল্য সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলে। পক্ষান্তরে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন ব্যবহার জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

মূলধন ব্যবহার জনিত ব্যয় বা CCA

মূলধন ব্যবহার জনিত ব্যয় (Capital Consumption Allowance) বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের যে ব্যবহারজনিত ক্ষয় হয় তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় কে বোঝায়।

মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতি

মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপ তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যথা- উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি।

১. উৎপাদন পদ্ধতি

একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ১৫ টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারী উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫ টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণের মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়।

২. আয় পদ্ধতি

আয় পদ্ধতিতে জাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত উপকরণ সমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ হচ্ছে- ভূমি, শ্রম মূলধন ও সংগঠন। এগুলো থেকে প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে যদি হস্তান্তর পাওনা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে তা জাতীয় আয় পরিমাপ হতে বাদ দেয়া হয়।

মোট দেশজ উৎপাদন = খাজনা+ মজুরি+ সুদ +মুনাফা

৩. ব্যয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে জাতীয় ব্যয় হল কোন নির্দিষ্ট সময় সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তিখাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নীট রপ্তানি কে বোঝায়। মোট দেশজ উৎপাদন বা

$$U= C+ I+ G (X-M)$$

এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, (X-M) (রপ্তানি - আমদানি) = নিট রপ্তানি।

মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন

মাথাপিছু জিডিপি বলতে জন প্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট উৎপাদনকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ সময়ে মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। এ সূচক দ্বারা দেশটি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে উন্নত আর যদি তা থেকে যদি কম হয় তাহলে বুঝতে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

জিডিপির নির্ধারক সমূহ

একটি দেশে উল্লেখিত জিডিপির নির্ধারক সমূহ

১. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ GDP এর নির্ধারক।

২. শ্রম

যেকোনো দেশে মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। শ্রমিক যদি প্রযুক্তির ব্যবহার জানে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তাহলে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

৩. মূলধন

মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। সুতরাং, মূলধন দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

৪. প্রযুক্তি

প্রযুক্তির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন- নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন, দক্ষতার উন্নতি ও নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি।

৫. সচলতা

একটি অর্থনীতিকে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার ওপর এর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ পাট চাষ কমিয়ে ধান, গম, ভুট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি।

জিডিপির হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি-

জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে কতগুলো উপাদানসমূহ কখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয় না সেগুলো নিম্নরূপ

১. মূলধনী লাভ ক্ষতি

সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে, এ লাভ বা ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

২. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা

জাতীয় আয় গণনায় শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা

অর্থনীতিতে এমনকিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচাকেনা হয় না। যেমন- মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্নাবান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি উৎপাদিত পণ্য নয়। এজন্য জাতীয় আয় গণনায় এসব সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

৪. অতীতে উৎপাদিত পণ্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয়

যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয় তার পূর্বের কোন বছরের উৎপাদন আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। অনুরূপভাবে স্টক, বন্ড, কাগজি লেনদেন জিডিপি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৫. সরকারি ঋণের সুদ

সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোন ভূমিকা রাখে না। এজন্য ঋণের বিপরীতে সুদ হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য জিডিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৬. বেআইনি কাজ

বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। বেআইনি কার্যকলাপ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেশে প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজ কে বোঝায়। যেমন- মাদকদ্রব্য, জুয়াখেলা, কালোবাজারে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয় জাতীয় উৎপাদন গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

বাংলাদেশে মোট দেশজ আয়ের পরিমাপ পদ্ধতি

বাংলাদেশ জিডিপি গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিবছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি গণনা করে থাকে। এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি ও জিএনপি গণনা করে।

উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমূহ হচ্ছে-

১.কৃষি ও বনজ সম্পদ

কৃষি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত সঠিক ভাবে হিসাব করা কঠিন। বাংলাদেশের জিডিপি গণনা করতে এখাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়।

ক) শস্য ও শাকসবজি

খ) প্রাণিসম্পদ

গ) বনজ সম্পদ

২.মৎস্য সম্পদ

৩.খনিজ ও খনন

৪. শিল্প

৫.পাইকারি ও খুচরা বিপণন

৬.বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানি সম্পদ

৭.নির্মাণ

৮.হোটেল ও রেস্তোরাঁ

৯.পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ

১০.আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

১১.রিয়েল এস্টেট ভাড়া ও অন্যান্য

১২.লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা

১৩.শিক্ষা

১৪.স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা

১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা

কখন দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়?

জাতীয় আয় গণনার শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেতরে মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জাতীয় আয় গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

জাতীয় আয়

একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য কে জাতীয় আয় বলে। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। যেমন- কৃষক ফসল উৎপন্ন করে, শ্রমিক শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন করে, জেলে মাছ ধরে, শিক্ষক শিক্ষকতা করে, ডাক্তার রোগী দেখে ইত্যাদি।

চূড়ান্ত দ্রব্য

যেসব দ্রব্য ও সেবা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় না সে গুলোকে চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা বলে। অর্থাৎ যেসব দ্রব্য সরাসরি ভোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তা পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় না এগুলোকে চূড়ান্ত দ্রব্য বা সেবা বলে। যেমন- গম থেকে রুটি হয়। রুটি সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন দ্রব্য পদের জন্য ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে রুটি চূড়ান্ত দ্রব্য।

মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা

যে দ্রব্য বা সেবা অন্য কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জন্য পুনরায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা বলে। যেমন- কোন দেশের কোন এক বছরে উৎপাদিত চিনির একটি অংশ মিষ্টি উৎপাদনে ব্যবহৃত হলে ওই অংশকে মাধ্যমিক দ্রব্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাথমিক দ্রব্য

যে দ্রব্য বা উপকরণ মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা অথবা সরাসরি চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাকে তাকে প্রাথমিক দ্রব্য বলে। যেমন- গম থেকে ময়দা, ময়দা থেকে রুটি তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে গম হচ্ছে প্রাথমিক দ্রব্য।

বাংলাদেশের কৃষির উপখাতগুলোর অবদান

ক) শস্য ও শাকসবজি

এখাতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ চলতি পাইকারি বাজার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে হিসাব করা হয়। যেমন- ২০১২-১৩ সালে এ খাতে উৎপাদন ছিল ১৬৬০৫ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ সালে ২০৪৯৪ কোটি টাকা।

খ) প্রাণিসম্পদ

এ খাতের হিসাবও চলতি বাজার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয়। প্রাণিসম্পদ উপখাতে ২০১২-১৩ সময়ে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫,৩৫৯ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালে ২৯,৮৮৫ কোটি টাকা।

গ) বনজসম্পদ

বন খাতের উপকরণের তথ্যের অভাবে মোট উৎপাদন হতে ৩% মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকে মূল্য সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে জিডিপি বের করা হয়। ২০১২-১৩ সালে উৎপাদন ছিল ১৬,৬০৫ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ সালে ২০,৪৯ কোটি টাকা।